কড়ি ও কোমল।

ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের
পদাবলী সম্বলিত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কলিকাতা।

অপার সার্কুলার রোড কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে 'ভারতী' যন্ত্রে
শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১।

মূল্য এক টাকা।

সূচি পত্র

বিষয়।	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে। তিনখানি বহি লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের লেখা, তন্মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলী অপেক্ষাকৃত শৈশবের রচনা।

শুদ্ধিপত্র।

নানা কারণে গ্রন্থকার নিজে প্রুফ দেখিতে না পারায় অনেক গুলি গুরুতর ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ যদি শুদ্ধিপত্র দেখিয়া গ্রন্থপাঠের পূর্ব্বে সেগুলি সংশোধন করিয়া রাখেন তবে পড়িবার সুবিধা হইবে। নতুবা স্থানে স্থানে ছন্দ ও অর্থ রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়িবে। অনেকগুলি কবিতায় শ্লোকবিভাগ রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে ভাব বোধের বিশেষ ব্যাঘাত করে নাই বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করিলাম না।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪	২	গভীর ...	... গভীরে।
১২	১২	রহিবে ...	... রহিব
২৩	১১	অছে ..	... আছে
৩০	১৬	ঝ'ড়ে পড়া ...	... ঝরে-পড়া
৪৯	৯	দিশে। ...	... দিশে
৫৬	৮	বিছানার কাছে কাছে	... বিছানার কাছে কাছে আসি
৬৮	১	আছে ...	... আছ
৮৭	১২	কমিয়া ...	... করিয়া
৯৫	৯	উড়িয়া ...	... উরিয়া
৯৬	৪	কাকুলতা ...	... ব্যাকুলতা
৯৯	৯	তায় ...	... তার
১১২	১	অরু ...	... তরু
১১৪	৫	বেলবি ...	... বোলবি
১১৭	৪	অন্তরের ..	... অনন্তের
১২৮	১০	উষার ...	... উষায
১৩১	৮	আনিতেছে ...	... আসিতেছে
১৩২	২	কনক-অচল	... কনক-অচল।
১৬৩	২	পেয়েছি ...	... পেরেছি
১৭০	১	প্রতিধ্বহি ...	... প্রতিধ্বনি
		পৃথিবী .	... পৃথিবি

যোগী।

চরাচর ব্যগ্র প্রাণে, পূরবের পথপানে
নেহারিছে সমুদ্র অতল,
দেখ চেয়ে মরি মরি, কিরণ-মৃণাল পরি
জ্যোতির্ম্ময় কনক কমল!
দেখ চেয়ে দেখ পুবে, কিরণ গিয়েছে ডুবে
গগনের উদার ললাট,
সহসা সে ঋষিবর, আকাশে তুলিয়া কর
করিয়া উঠিল বেদ পাঠ।

স্মৃতি-প্রতিমা।

আজ কিছু করিব না আর,
সমুখেতে চেয়ে চেয়ে গুন্ গুন্ গেয়ে গেয়ে
ব'সে ব'সে ভাবি একবার!
আজি বহু দিন পরে— যেন সেই দ্বিপ্রহরে
সে দিনের বায়ু ব'হে যায়,
হা রে হা শৈশব মায়া, অতীত প্রাণের ছায়া,
এখনো কি আছিস্ হেথায়?
এখনো কি থেকে থেকে, উঠিস্ রে ডেকে ডেকে,
সাড়া দিবে সে কি আর আছে?
যা' ছিল তা আছে সেই, আমি যে সে আমি নেই
কেনরে আসিস্ মোর কাছে?
কেনরে পুরাণ স্নেহে পরাণের শূন্য গেহে
দাঁড়ায়ে মুখের পানে চাস্?
অভিমানে ছল' ছল' নয়নে কি কথা বল'
কেঁদে ওঠে হৃদয় উদাস।
আছিল যে আপনার সে বুঝি রে নাই আর!
সে বুঝিরে হ'য়ে গেছে পর,

স্মৃতি-প্রতিমা।

তবু সে কেমন আছে, শুধাতে আসিস্ কাছে,
দাঁড়ায়ে কাঁপিস্ থর্ থর্!
আয়রে আয়রে অয়ি, শৈশবের স্মৃতিময়ি,
আয় তোর আপনার দেশে,
যে প্রাণ আছিল তোরি তাহারি দুয়ার ধরি
কেন আজ ভিখারিণী বেশে!
আগুসরি ধীরি ধীরি বার বার চাস্ ফিরি,
সংশয়েতে চলে না চরণ,
ভয়ে ভয়ে মুখ পানে চাহিস্ আকুল প্রাণে,
ম্লান মুখে না সরে বচন!
দেহে যেন নাহি বল, চোখে পড়ে-পড়ে জল,
এলোচুলে, মলিন বসনে;
কথা কেহ বলে পাছে, ভয়ে না আসিস্ কাছে,
চেয়ে র'স্ আকুল নয়নে!
সেই ঘর, সেই দ্বার, মনে পড়ে বার বার
কত যে করিলি খেলাধূলি,
খেলা ফেলে গেলি চলে, কথাটি না গেলি ব'লে,
অভিমানে নয়ন আকুলি!
যেথা যা গেছিলি রেখে, ধূলায় গিয়েছে ঢেকে,
দেখ্‌রে তেমনি আছে পড়ি,

সেই অশ্রু, সেই গান,   সেই হাসি, অভিমান,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি!
নিভিছে সাঁজের ভাতি,   আসিছে আঁধার রাতি,
এখনি ছাইবে চারি ভিতে,
রজনীর অন্ধকারে,   মরণ সাগর পারে
কেহ কারে নারিব দেখিতে!
আকাশের পানে চাই,   চন্দ্র নাই, তারা নাই,
একটু না বহিছে বাতাস,
শুধু দীর্ঘ—দীর্ঘ নিশি,   দুজনে আঁধারে মিশি—
শুনিব দোঁহার দীর্ঘশ্বাস!
একবার চেয়ে দেখি,   কোন্ খেনে আছে যে কি,
কোন্ খেনে করেছিনু খেলা,
শুকান' এ মালাগুলি,   রাখি রে কণ্ঠেতে তুলি,
কখন্ চলিয়া যাবে বেলা!
সেই পুরাতন স্নেহে   হাতটি বুলাও দেহে,
মাথাটি বুকেতে তুলি রাখি,
কথা কও নাহি কও,   চোখে চোখে চেয়ে রও,
আঁখিতে ডুবিয়া যাক্ আঁখি!

স্নেহময়ী।

হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসি মুখখানি,
প্রভাতে ফুলের বনে, দাঁড়ায়ে আপন মনে
মরি মরি, মুখে নাই বাণী!
প্রভাত কিরণগুলি চৌদিকে যেতেছে খুলি
যেন শুভ্র কমলের দল,
আপন মহিমা লয়ে তারি মাঝে দাঁড়াইয়ে
কে তুই, করুণাময়ি, বল্!
স্নিগ্ধ ওই দু-নয়ানে চাহিলে মুখের পানে
সুধাময়ী শান্তি প্রাণে জাগে,
শুনি যেন স্নেহ বাণী; কোমল ও হাতখানি
প্রাণের গায়েতে যেন লাগে!
অতি ধীরে তোর পাশে প্রভাতের বায়ু আসে,
যেন ছোট ভাইটির প্রায়,
যেন তোর স্নেহ পেয়ে তোর মুখ পানে চেয়ে
আবার সে খেলাইতে যায়।
অমিয়-মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি,
জগতের প্রাণ জুড়াইছে,

ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে
আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে!
কেহ মুখে চেয়ে থাকে, কেহ তোরে কাছে ডাকে,
কেহ তোর কোলে খেলা করে!
তুমি শুধু স্তব্ধ হয়ে একটি কথা না ক'য়ে
চেয়ে আছ আনন্দের ভরে!
ওই যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে
ওরা মোর আপনার লোক,
ওরাও আমারি মত তোর স্নেহে আছে রত,
জুঁই বেলা বকুল অশোক!
বড় সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে,
কাননে ফুলের সাথে মিশে,
নয়ন কিরণে তোর ফুটিবে পরাণ মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে!
তোমার হাসিটি লয়ে হরষে আকুল হয়ে
খেলা করে প্রভাতের আলো,
হাসিতে আলোটি পড়ে, আলোতে হাসিটি পড়ে,
প্রভাত মধুর হয়ে গেল!
পরশি তোমার কায়, মধুর প্রভাত বায়,
মধুময় কুসুমের বাস,
ওই দৃষ্টি-সুধা দাও, এই দিক পানে চাও,
প্রাণে হোক্ প্রভাত বিকাশ!

রাহুর প্রেম।

শুনেছি আমারে ভাল লাগে না,
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া,
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া,
নিঠুর লোহ ডোর!

জগৎ মাঝারে, যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত, শীতে, দিবসে, নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে,
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে!
চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়,
রব গায় গায় মিশি,

এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিঃশ্বাস, এই ভাঙ্গা বুক,
ভাঙ্গা বাদ্য সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি।

অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া,
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখন পাশেতে,
কখন সমুখে কখন পশ্চাতে
আমার আঁধার কায়া।

দুঃস্বপ্নের মত, দুর্ভাবনা সম,
তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবস রজনী এ মুখ দেখিব
তোমার নয়ন-নীরে!
বিশীর্ণ কঙ্কাল চির-ভিক্ষা সম
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর
দাও দাও ব'লে কেবলি ডাকিব,
ফেলিব নয়ন-লোর!

রাহুর প্রেম

মোর এক নাম কেবলি বসিয়া
জপিব কানেতে তব,
কাঁটার মতন, দিবস রজনী
পায়েতে বিঁধিয়ে রব !
পূর্ব্ব জনমের অভিশাপ সম,
রব' আমি কাছে কাছে,
ভাবী জনমের অদৃষ্টের মত
বেড়াইব পাছে পাছে !

ঢালিয়া আমার প্রাণের আঁধার,
বেড়িয়া রাখিব তোর চারিধার
নিশীথ রচনা করি।
কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী !
যেনরে অকূল সাগর মাঝারে
ডুবেছে জগৎ তরী ;
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী,
রহেছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,

যুঝিস্ ছাড়াতে ছাড়িব না তবু,
সে মহা সমুদ্র পরি,
পলে পলে তোর দেহ হয় ক্ষীণ
পলে পলে তোর বাহু বলহীন,
দুজনে অনন্তে ডুবি নিশিদিন
তবু আছি তোরে ধরি!
রোগের মতন বাঁধিব তোমারে
নিদারুণ আলিঙ্গনে,
মোর যাতনায় হইবি অধীর,
আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর
কিছু না রহিবে মনে!
গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া
সহসা দেখিবি কাছে,
আড়ষ্ট কঠিন মৃত দেহ মোর
তোর পাশে শুয়ে আছে!
ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি,
কেবল দেখিবি মোরে,
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি
চাহিয়া দেখিছে তোরে!

নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই
শুনিবি আঁধার ঘোরে,
কোথা হতে এক কাতর উন্মাদ
ডাকে তোর নাম ধরে!
সুবিজন পথে চলিতে চলিতে
সহসা সভয় গণি,
সাঁজের আঁধারে শুনিতে পাইবি
আমার কণ্ঠের ধ্বনি!

হের অন্ধকার মরুময়ী নিশা,
আমার পরাণ হারায়েছে দিশা,
অনন্ত এ ক্ষুধা, অনন্ত এ তৃষা,
করিতেছে হাহাকার,
আজিকে যখন পেয়েছিরে তোরে,
এ চির-যামিনী ছাড়িব কি করে?
এ ঘোর পিপাসা যুগ যুগান্তরে
মিটিবে কি কভু আর?
বুকের ভিতরে ছুরীর মতন,
মনের মাঝারে বিষের মতন,

রোগের মতন, শোকের মতন,
রব আমি অনিবার!

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
আশার পশ্চাতে ভয়,
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চির দিন ধ'রে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণী ময়!
যেথায় আলোক সেই থানে ছায়া
এই ত নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চির দিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে!

মধ্যাহ্নে।

হের ওই বাড়িতেছে বেলা,
ব'সে আমি রয়েছি একেলা!

ওই হোথা যায় দেখা, সুদূরে বনের রেখা,
মিশেছে আকাশ নীলিমায়।
দিক্ হ'তে দিগন্তরে মাঠ শুধু ধূধূ করে,
বায়ু কোথা ব'হে চলে যায়!
মধুর উদাস প্রাণে, চাই চারিদিক্ পানে,
স্তব্ধ সব ছবির মতন,
সব যেন চারিধারে অবশ আলস ভারে
স্বর্ণময় মায়ায় মগন!
গ্রাম খানি, মাঠ খানি, উঁচুনিচু পথখানি,
দুয়েকটি গাছ মাঝে মাঝে,
আকাশ সমুদ্রে ঘেরা সুবর্ণ দ্বীপের পারা
কোথা যেন সুদূরে বিরাজে!
কনক-লাবণ্য ল'য়ে যেন অভিভূত হ'য়ে
আপনাতে আপনি ঘুমায়,

নিঝুম পাদপ-লতা, শ্রান্তকায় নীরবতা
শুয়ে আছে গাছের ছায়ায়!
শুধু অতি মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ গান করে
যেন সখ-ঘুমন্ত ভ্রমর,
যেন মধু খেতে খেতে ঘুমিয়েছে কুসুমেতে
মরিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর!
নীল শূন্যে ছবি আঁকা, রবির কিরণ মাখা,
সেথা যেন বাস করিতেছি,
জীবনের আধখানি, যেন ভুলে গেছি আমি
কোথা যেন ফেলিয়া এসেছি!
আনমনে ধীরি ধীরি, বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়,
কোথা যাব কোথা যাই, সে কথা যে মনে নাই,
ভুলে আছি মধুর মায়ায়!
মধুর বাতাসে আজি, যেনরে উঠিছে বাজি
পরাণের ঘুমন্ত বীণাটী,
ভালবাসা আজি কেন, সঙ্গীহারা পাখী যেন
বসিয়া গাহিছে একেলাটি!
কে জানে কাহারে চায়, প্রাণ যেন উভরায়
ডাকে কারে "এস এস" বলে,

মধ্যাহ্নে

কাছে কারে পেতে চায়, সব-তারে দিতে চায়
মাথাটি রাখিতে চায় কোলে!
স্তব্ধ তরুতলে গিয়া, পা-দুখানি ছড়াইয়া
নিমগন মধুময় মোহে,
আনমনে গান গেয়ে, দূর শূন্যপানে চেয়ে
ঘুমায়ে পড়িতে চায় দোঁহে!
দূর মরীচিকা সম, ওই বন উপবন
ওরি মাঝে পরাণ উদাসী,
বিজন বকুল তলে, পল্লবের মরমরে,
নাম ধ'রে বাজাইছে বাঁশি!
সে যেন কোথায় আছে, সুদূর বনের কাছে
কত নদী সমুদ্রের পারে!
নিভৃত নির্ঝর তীরে, লতায় পাতায় ঘিরে
বসে আছি নিকুঞ্জ আঁধারে।
সাধ যায় বাঁশি করে, বন হতে বনান্তরে
চলে যাই আপনার মনে,
কুসুমিত নদী তীরে, বেড়াইব ফিরে ফিরে
কে জানে কাহার অন্বেষণে!
সহসা দেখিব তারে; নিমেষেই একবারে
প্রাণে প্রাণে হইবে মিলন!

এই মরীচিকা দেশে, দুজনে বাসর বেশে
ছায়ারাজ্যে করিব ভ্রমণ!
বাঁধিবে সে বাহুপাশে, চোখে তার স্বপ্ন ভাসে
মুখে তার হাসির মুকুল!
কে জানে বুকের কাছে, আঁচল আছে না আছে
পিঠেতে পড়েছে এলোচুল!
মুখে আধখানি কথা, চোখে আধখানি কথা
আধখানি হাসিতে জড়ান',
দুজনেতে চলে যাই, কে জানে কোথায় চাই
পদতলে কুসুম ছড়ান'।

বুঝিরে এমনি বেলা, ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষি-বালিকারা,
পরিয়া বাকল বাস, মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণ-শিশুরা এসে, কাছেতে বসিত ঘেঁসে
মালিনী বহিত পদতলে,
দু-চারি সখীতে মেলি, কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে!

মধ্যাহ্নে।

কারো কোলে কারো মাথা, সরল প্রাণের কথা
নিরালায় কহে প্রাণ খুলি,
লুকিয়ে গাছের আড়ে, সাধ যায় শুনিবারে
কি কথা কহিছে মেয়ে গুলি!

ওই দূর বনছায়া, ও যে কি জানেরে মায়া
ও যেনরে রেখেছে লুকায়ে,
সেই স্নিগ্ধ তপোবন, চিরফুল্ল তরুগণ
হরিণ শাবক তরু-ছায়ে!

কোথায় মালিনী নদী, বহে যেন নিরবধি
ঋষিকন্যা কুটীরের মাঝে।
কভু বসি তরুতলে, স্নেহে ভাবে ভাই বলে
ফুলটি ঝরিলে ব্যথা বাজে।

কত ছবি মনে আসে, পরাণের আশে পাশে
কল্পনা কত যে করে খেলা,
বাতাস লাগায়ে গায়ে, বসিয়া তরুর ছায়ে
কেমনে কাটিয়া যায় বেলা।

কত স্নেহময়ী মাতা তরুণ তরুণী
কত নিমেষের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ ?
মনে পড়ে সেই সব হাসি আর গান,
মনে পড়ে—কোথা তা'রা সব অবসান।

নিশীথ-চেতনা।

আজি এই রজনীতে অচেতন চারিধার।
এই আবরণ ঘোর
ভেদ করি মন মোর,
স্বপনের রাজ্য মাঝে দাঁড়া দেখি একবার।
নিদ্রার সাগর জলে
মহা আঁধারের তলে,
চারিদিকে প্রসারিত এ কি এ নূতন দেশ!
একত্রে স্বরগ মর্ত্ত্য নাহিক দিকের শেষ!
কি যে যায় কি যে আসে,
চারি দিকে আশে পাশে;
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ থাকে কেহ যায়.
মিশিতেছে, ফুটিতেছে,
গড়িতেছে, টুটিতেছে,
অবিশ্রাম লুকাচুরি—আঁখি না সন্ধান পায়!
কত আলো কত ছায়া,
কত আশা, কত মায়া,

কত ভয়, কত শোক, কত কি যে কোলাহল,
কত পশু কত পাখী, কত মানুষের দল ;
উপরেতে চেয়ে দেখ কি প্রশান্ত বিভাবরী,
নিঃশ্বাস পড়েনা যেন জগৎ রয়েছে মরি।
একবার কর মনে
আঁধারের সঙ্গোপনে
কি গভীর কলরব—চেতনার ছেলেখেলা—
সমস্ত জগত ব্যেপে স্বপনের মহা-মেলা ;
মনে মনে ভাবি তাই
এও কি নহেরে ভাই,
চৌদিকে যা' কিছু দেখি জাগিয়া সকাল বেলা
এও কি নহেরে শুধু চেতনার ছেলেখেলা।

আমি যদি হইতাম স্বপন বাসনাময়।
কত বেশ ধরিতাম—
কত দেশ ভ্রমিতাম,
বেড়াতেম সাঁতারিয়া ঘুমের সাগরময়।
নীরব চন্দ্রমা তারা,
নীরব আকাশ ধরা,

নিশীথ-চেতনা।

আমি শুধু চুপি চুপি ভ্রমিতাম বিশ্বময়!
প্রাণে প্রাণে রচিতাম কত আশা কত ভয়!
মায়ামন্ত্রে প্রাণ তার গোপনে দিতাম খুলি,
বুঝিয়ে দিতাম তারে এই মোর গান গুলি!
পর দিন দিবসেতে যাইতাম কাছে তার,
তা'হলে কি মুখপানে চাহিত না একবার?

প্রাণ।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই!
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়!
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই!
হাসি মুখে নিও ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

পুরাতন।

হেথা হতে যাও, পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
সুনীল আকাশ পরে, শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে,
পাখীরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে, আলো ঝিকিমিকি করে,
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে—
শুনিছে পাতার মরমর!
কি জানি কত কি আশে চলিয়াছে চারি পাশে
ত লোক কত সুখে দুখে!
আছে, কেহ হাসে কেহ নাচে,
তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে!

বাতাস যেতেছে বহি তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস।
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল' আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।
উঠেছে প্রভাত রবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া!
বারেক যে চলে যায়, তারেত কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া!
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে, ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে পুরাণো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়!
কি দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন!
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝরে-পড়া পাতার মতন!
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতি দিন;
ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।

ঢাক তবে ঢাক মুখ নিয়ে যাও সুখ দুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে!
হেথায় আলয় নাহি; অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে!

নূতন।

হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনি পাতে
বিদীরিল যে গিরি-শিখর—
বিশাল পর্ব্বত কেটে, পাষাণ-হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি, বহিয়া নবীন হাসি,
হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে ত যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙ্গা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায়!
হের হের, হায়, হায়, যত প্রতিদিন যায়—
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণ জাল!
লতাগুলি লতাইয়া, বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল!
বজ্রদগ্ধ অতীতের— নিরাশার অতিথের—
ঘোর স্তব্ধ সমাধি আবাস,—

ফুল এসে, পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস!
এরা সব কোথা ছিল! কেই বা সংবাদ দিল!
গৃহ-হারা আনন্দের দল—
বিশ্বে তিল শূন্য হলে, অনাহূত আসে চলে,
বাসা বাঁধে করি কোলাহল।
আনে হাসি, আনে গান, আনেরে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে আনে রবিকর,
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
তারে এরা করে না ত ভয়,
চারিদিক হতে তারে ছোট ছোট হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।
এই যে রে মরুস্থল, দাব-দগ্ধ ধরাতল,
এই খানে ছিল "পুরাতন,"
এক দিন ছিল তার শ্যামল যৌবন ভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,

শুষ্ক-স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল!
একি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি!
আয়রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারি ধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোট ছোট সুখ গুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।

রূপকথা।

মেঘের আড়ালে বেলা কখন্ যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখীগুলি গীত গান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা!
কভু মনে লয় হেন ঐ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।
উড়ন্ত মেঘের মত ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।
রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে,
কত নদী কত সিন্ধু পার!
সরোবর ঘাট আলা মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশ ভার।
সিন্ধুতীরে কতদূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।

হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিত রে,
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।
বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা না ছিল কঠিন বাধা
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসি কান্না লঘুকায়া শরতের আলো ছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ;
আজি ফুরায়েছে বেলা, জগতের ছেলেখেলা,
গেছে আলো আঁধারের দিন;
আর ত নাইরে ছুটি, মেঘ রাজ্য গেছে টুটি,
পদে পদে নিয়ম অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে বাহিরে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙ্গে যায়!

যোগিয়া।

আজিকে আপন প্রাণে না জানি বা কোন্ খানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কেরে!
ধীরে ধীরে সুর তার মিলাইছে চারি ধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারিভিতে সঙ্গীতের মাধুরীতে
মগ্ন হ'য়ে ধরে স্বপ্নছবি!
এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়,
রবি যেন আর কোন রবি!
ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন উপবনে
কি ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রু রেখা, একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি!
তার কি পায়ের কাছে, বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলো ছায়া পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে!

বিষাদ কাহিনী তার সাধ যায় শুনিবার,
কোন্ খানে তাহার ভবন !
তাহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।
একিরে আকুল ভাষা ! প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্ম্মরে মিশালো !
না-জানি কাহারে চায় তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কতনা প্রাতে চাহিয়া আকাশ পানে
কত লোক ফেলেছে নিঃশ্বাস,
সে সব প্রভাত গেছে তা'রা তার সাথে গেছে
লয়ে গেছে হৃদয়-হুতাশ।
এমন কত না আশা কত ম্লান ভালবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
তাদের হৃদয় ব্যথা তাদের মরণ-গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া।
পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে
কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
কাছে আসে বসে পাশে, তবুও কথা না ভাষে
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়।

যোগিয়া।

চায় তবু নাহি পায় অবশেষে নাহি চায়,

অবশেষে নাহি গায় গান,

ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া

মুছে আসে সজল নয়ান।

কাঙালিনী।

আনন্দময়ীর আগমনে
　আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হের ওই ধনীর দুয়ারে
　দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!
উৎসবের হাসি-কোলাহল
　শুনিতে পেয়েছে ভোর বেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
　তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
　দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
　কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
　দুরাশার সুখের স্বপন;
চারিদিকে প্রভাতের আলো
　নয়নে লেগেছে বড় ভালো,

আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন!
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভুষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন!
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে!

তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!

চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মা গো এ কেমন ধারা!
এত বাঁশী, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন!"

ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি
ভাই বোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই!
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন!"

আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ!
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ!
ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে!

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশী,
দুয়ারেতে সজল নয়ন—
এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশি!
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার,
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার!
শূন্যহাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কি দিবে কিছুই নেই তার
চোখে শুধু অশ্রু-জল আছে!

অনাথা ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব !
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস !

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি।

সম্মুখে র'য়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর।
অসীম নীলিমে লুটে
ধরণী ধাইবে ছুটে,
প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকর।
প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
প্রতি সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে
ফিরিয়া আসিবে গেহে,
প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।
কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা,
আসিবে যাইবে, হায়,
সুখ-স্বপনের প্রায়
কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালবাসা
তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম কানন,
তখনো রে কত লোকে
কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।

নিখিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে নিতি
　　বিরহী নদীর ধারে
　　না জানি ভাবিবে কা'রে !
না জানি সে কি কাহিনী--কি সুখ - স্মৃতি।

দূর হতে আসিতেছে—শুন কান পেতে
কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হতে !
　　কত যৌবনের হাসি,
　　কত উৎসবের বাঁশী
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।
কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
তুলেছে মর্ম্মর তান বসন্ত বাতাস,
　　সংসারের কোলাহল
　　ভেদ করি অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস !

ওই দূর খেলাঘরে খেলাই'ছ কা'রা !
উঠেছে মাথার পরে আমাদেরি তারা।

আমাদেরি ফুলগুলি
সেথাও নাচি'ছে তুলি
আমাদেরি পাখীগুলি গেয়ে হ'ল সারা!
ওই সব মধুমুখ অমৃত-সদন,
না জানি রে আর কা'রা করিবে চুম্বন!
সরমময়ীর পাশে
বিজড়িত আধ-ভাষে
আমরা ত শুনাব না প্রাণের বেদন!
হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
হাসিয়া কাঁদিয়া হ'ত মধুর মিলন,
মাটিতে কাটিয়া রেখা
কত লিখিতাম লেখা,
কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন!
ওই যে শুকান ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে
উহার মরম কথা বুঝিতে নারিলে।
ও যে দিন ফুটেছিল,
নব রবি উঠেছিল,
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত অনিলে!
ওই যে শুকায় চাঁপা প'ড়ে একাকিনী,
তোমরা ত জানিবে না উহার কাহিনী!

কবে কোন্ সন্ধ্যাবেলা
ওরে তুলেছিল বালা,
ওরি মাঝে বাজে কোন্ পূরবী রাগিণী!
মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে প'ড়ে যুগ যুগান্তর!

বনের ছায়া।

কোথারে তরুর ছায়া,
বনের শ্যামল স্নেহ !
তট-তরু কোলে কোলে
সারাদিন কল রোলে
স্রোতস্বিনী যায় চোলে
সুদূরে সাধের গেহ ;
কোথায় তরুর ছায়া
বনের শ্যামল স্নেহ !
কোথারে সুনীল দিশে ;
বনান্ত রয়েছে মিশে,
অনন্তের অনিমিষে
নয়ন নিমেষ-হারা !
দূর হতে বায়ু এসে
চলে যায় দূর-দেশে,
গীত গান যায় ভেসে
কোন্ দেশে যায় তারা !

হাসি, বাঁশি পরিহাস,
বিমল সুখের শ্বাস,
মেলা-মেশা বারো মাস
নদীর শ্যামল তীরে ;
কেহ খেলে, কেহ দোলে,
ঘুমায় ছায়ার কোলে,
বেলা শুধু যায় চোলে
কুলু কুলু নদী নীরে।
বকুল কুড়োয় কেহ
কেহ গাঁথে মালাখানি ;
ছায়াতে ছায়ার প্রায়
বসে বসে গান গায়,
করিতেছে কে কোথায়
চুপি চুপি কানাকানি !
খুলে গেছে চুলগুলি,
বাঁধিতে গিয়েছে ভুলি,
আঙুলে ধরেছে তুলি
আঁখি পাছে ঢেকে যায়,
কাঁকন খসিয়া গেছে
খুঁজিছে গাছের ছায় !

বনের মর্ম্মের মাঝে
বিজনে বাঁশরী বাজে,
তারি সুরে মাঝে মাঝে
ঘুঘু দুটি গান গায়।
ঝুরু ঝুরু কত পাতা
গাহিছে বনের গাথা,
কত না মনের কথা
তারি সাথে মিশে যায়!
লতা পাতা কতশত
খেলে কাঁপে কত মত,
ছোট ছোট আলোছায়া
ঝিকিমিকি বন ছেয়ে,
তারি সাথে তারি মত
খেলে কত ছেলে মেয়ে!
কোথায় সে গুন্ গুন্
ঝর ঝর মরমর,
কোথা সে মাথার পরে
লতাপাতা থরথর!
কোথায় সে ছায়া আলো,
ছেলে মেয়ে, খেলাধূলি,

কোথা সে ফুলের মাঝে
এলোচুলে হাসিগুলি!
কোথা রে সরল প্রাণ,
গভীর আনন্দ গান,
অসীম শান্তির মাঝে
প্রাণের সাধের গেহ,
তরুর শীতল ছায়া
বনের শ্যামল স্নেহ!

কোথায়।

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে।

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে।
হায় কোথা যাবে!

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।
নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালবাসা
আর নাহি পাবে।
হায় কোথা যাবে!

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়,
মহা সে বিজন মাঝে হয় ত বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে!
দেখ, এই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল;
পুরান' সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
কত স্নেহ ভাবে,
হায়, কোথা যাবে!
খেলাধূলা পড়ে না কি মনে,
কত কথা স্নেহের স্মরণে!
সুখে দুখে শত ফেরে সে কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে!
হায়, কোথা যাবে!
চির দিন তরে হবে পর!
এ ঘর রবে না তব ঘর।
যারা ওই কোলে যেত, তারাও পরের মত!
বারেক ফিরেও নাহি চাবে!
হায় কোথা যাবে!

হায় কোথা যাবে !

যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তবে মুছে যাও,

এইখানে দুঃখ রেখে যাও !

যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,

আরামে ঘুমাও !

যাবে যদি, যাও !

শান্তি।

কত রাত গিয়েছিল হায়,
বয়েছিল বসন্তের বায়,
পূবের জানালা খানি দিয়ে
চন্দ্রালোক পড়েছিল গায়;
কত রাত গিয়েছিল হায়,
দূর হতে বেজেছিল বাঁশি,
সুরগুলি কেঁদে ফিরেছিল
বিছানার কাছে কাছে!
কত রাত গিয়েছিলে হায়
কোলেতে শুকান' ফুলমালা
নত মুখে উলটি পালটি
চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা!
কতদিন ভোরে শুকতারা
উঠেছিল ওর আঁখি পরে,
সুমুখের কুসুম কাননে
ফুল ফুটেছিল থরে থরে।

একটি ছেলের কোলে নিয়ে

বলেছিল সোহাগের ভাষা,

কারেও বা ভালবেসেছিল,

পেয়েছিল কারো ভালবাসা!

হেসে হেসে গলাগলি করে

খেলেছিল যাহাদের নিয়ে,

আজো তারা ওই খেলা করে,

ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে!

সেই রবি উঠেছে সকালে

ফুটেছে স্বমুখে সেই ফুল,

ও কখন্ খেলাতে খেলাতে

মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল!

শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন,

ভুলে গেছে হৃদয় বেদনা।

চুপ করে চেয়ে দেখ ওরে—

থাম' থাম' হেস না, কেঁদ না!

বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বান।

দিনের আলো নিবে এল,
সূর্য্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ উঠেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা
বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও পারেতে বিষ্টি এল
ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায়
এক্‌শো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বান।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়
কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়!
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়!
মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে!
কত দিনের লুকোচুরী
কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বান।"
মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরুগুরু বুক।

বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে
না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বাণ!"
মনে পড়ে সুয়োরাণী
দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা,
মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটিমিটি আলো,
চারিদিকে দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।

বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে
একেবারে চুপ্।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘ্লা দিনের গান —
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বান।"
কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা!
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল
কবেকার সে কথা;
সে দিনো কি এম্নিতর
মেঘের ঘটা খানা?
থেকে থেকে বিজুলী কি
দিতেছিল হানা?
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে
কি হল তার শেষে!
না জানি কোন্ নদীর ধারে,
না জানি কোন্ দেশে,

কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদী এল বান!

সাত ভাই চম্পা।

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে,
সাতটি চাঁপা ভাই;
রাঙ্গা-বসন পারুল দিদি,
তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে
সাতটি সোনা মুখ,
পারুল দিদির কচি মুখটি
কর্চ্ছে টুক্‌টুক্।
ঘুমটি ভাঙ্গে পাখির ডাকে
রাতটি যে পোহালো,
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে
চাঁপার মত আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে
মুখখানি বের কোরে,
কি দেখ্‌ছে সাত ভায়েতে
সারা সকাল ধ'রে।

দেখ্‌চে চেয়ে ফুলের বনে
গোলাপ ফোটে ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে,
চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায়
দুষ্টু ছেলের মত,
লতায় পাতায় হেলাদোলা
কোলাকুলি কত।
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে
ছায়াটি কাঁপে জলে,
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে
শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখ্‌চে ভাই বোন্,
দুখিনী এক মায়ের তরে
আকুল হল মন।
সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে
পাতার ঝুরু ঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন
বুকের দুরু দুরু।

সাত ভাই চম্পা।

কেবল শুনি কুলুকুলু

এ কি ঢেউয়ের খেলা!

বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু

সারা দুপুর বেলা।

মৌমাছি সে গুন্‌গুনিয়ে

খুঁজে বেড়ায় কা'কে,

ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিঁ ক'রে

ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে।

ফুলের পাতায় মাথা রেখে

শুন্‌চে ভাই বোন,

মায়ের কথা মনে পড়ে

আকুল করে মন।

মেঘের পানে চেয়ে দেখে

মেঘ চলেছে ভেসে,

পাখীগুলি উড়ে উড়ে

চলেছে কোন্‌ দেশে!

প্রজাপতির বাড়ি কোথায়

জানে না ত কেউ।

সমস্ত দিন কোথায় চলে

লক্ষ হাজার ঢেউ!

দুপুর বেলা থেকে থেকে
উদাস হল বায়,
শুক্‌নো পাতা খসে পড়ে
কোথায় উড়ে যায়!
ফুলের মাঝে গালে হাত
দেখ্‌চে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়চে মনে
কাঁদ্‌ছে প্রাণমন।
সন্ধে হলে জোনাই জ্বলে
পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা
গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হল,
স্তব্ধ পাখীর ডাক,
থেকে থেকে করচে কা কা
দুটো একটা কাক!
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি,
পূবে আঁধার করে,
সাতটি ভায়ে গুটিস্থুটি
চাঁপা ফুলের ঘরে।

“গল্প বল পারুল দিদি”
সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুল দিদির গল্প শুনে
মনে পড়ে মাকে।
প্রহর বাজে, রাত হয়েছে,
ঝাঁঝাঁ করে বন,
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প’ল
আটটি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে
সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের
মুখের পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে
সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে
সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে
স্বপন দেখে মাকে ;
সকাল বেলা “জাগো জাগো”
পারুল দিদি ডাকে।

পুরোণো বট।

নিশি-দিসি দাঁড়িয়ে আছে
মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট ?
কতই শাখী তোমার শাখে
বসে যে চলে গেছে,
ছোট ছেলেরে তাদেরি মত
ভূলে কি যেতে আছে ?
তোমার মাঝে হৃদয় তারি
বেঁধে ছিল যে নীড়।
ডালেপালায় সাধগুলি তার
কত করেছে ভিড়।
মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক দুনয়নে ?

তোমার তলে মধুর ছায়া
তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচ্‌ত বসে
শালিখ পাখি দুটি।
ভাঙ্গা ঘাটে নাইত কারা
তুল্‌ত কারা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার
কর্‌ত টলমল।
জলের উপর রোদ প'ড়েছে
সোণামাখা মায়া,
ভেসে যায় দুটি হাঁস
দুটি হাঁসের ছায়া।
ছোট ছেলে রইত চেয়ে
বাসনা অগাধ,
মনের মধ্যে খেলাত তার
কত খেলার সাধ।
(যদি) বায়ুর মত খেল্‌তে পেত
তোমারচারিভিতে,
(যদি) ছায়ার মত শুতে পেত
তোমারছায়াটিতে,

(যদি) পাখীর মত উড়ে যেত
উড়ে আস্‌ত ফিরে,
(যদি) হাঁসের মত ভেসে যেত
তোমার তীরে তীরে।
মনে হ'ত তোমার ছায়
কতই কি যে আছে,
কাদের যেন ঘুম পাড়াতে
ঘুঘু ডাকত গাছে।
মনে হ'ত তোমার মাঝে
কাদের যেন ঘর।
আমি যদি তাদের হতেম!
কেন হলেম পর?
(তারা) ছায়ার মত ছায়ায় থাকে
পাতার ঝর ঝরে,
গুন্‌গুনিয়ে সবাই মিলে
কতই যে গান করে!
দূরে বাজে মূলতান
পড়ে আসে বেলা,
(তারা) ঘাসে বসে দেখে জলে
আলো ছায়ার খেলা।

সন্ধ্যে হলে চুল বাঁধে
তাদের মেয়েগুলি,
ছেলেরা সব দোলায় বসে
খেলায় দুলি দুলি।
গহিন রাতে দখিন বাতে
নিঝুম চারি ভিত,
চাঁদের আলোয় শুভ্রতনু—
ঝিমি ঝিমি গীত!
ওখানেতে পাঠশালা নেই,
পণ্ডিত মশাই,
বেত হাতে নাইক বসে
মাধব গোঁসাই।
সারাটা দিন ছুটি কেবল,
সারাটা দিন খেলা,
পুকুর ধারে আঁধার-করা
বট গাছের তলা।
আজকে কেন নাইক তারা?
আছে আর সকলে,
তারা তাদের বাসা ভেঙ্গে
কোথায় গেছে চলে।

ছায়ার মধ্যে মায়া ছিল
ভেঙ্গে দিল কে?
ছায়া কেবল রৈল পড়ে,
কোথায় গেল সে?
ডালে বসে পাখীরা আজ
কোন-প্রাণেতে ডাকে
রবির আলো কাদের খোঁজে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে?
গল্প কত ছিল যেন
তোমার খোপে খাপে,
পাখীর সঙ্গে মিলে মিশে
ছিল চুপেচাপে,—
দুপুর বেলা নুপুর তাদের
বাজ্‌ত অনুক্ষণ,
(শুনে) ছোট দুটি ভাই ভগিনীর
আকুল হ'ত মন।
(আহা) ছেলে বেলায় ছিল তারা,
কোথায় গেল শেষে!
(তারা) গেছে বুঝি ঘুমপাড়ানি
মাসি পিসির দেশে!

হাসিরাশি ।

তার নাম রেখেছি বাব্‌লা রাণী

একরত্তি মেয়ে।

হাসিখুসি চাঁদের আলো

মুখটি আছে ছেয়ে।

ফুট্‌ফুটে তার দাঁত ক'খানি

পুট্‌পুটে তার ঠোঁট।

মুখের মধ্যে কথাগুলি সব্‌

উলোট পালোট্‌।

কচি কচি হাত দুখানি,

কচি কচি মুঠি,

মুখনেড়ে কেউ কথা ক'লে

হেসেই কুটি কুটি।

তাই তাই তাই তালি দিয়ে

দুলে দুলে নড়ে,

চুলগুলি সব কালো কালো

মুখে এসে পড়ে।

"চলি—চলি—পা—পা—"
টলি টলি যায়,
গরবিণী, হেসে হেসে
আড়ে আড়ে চায়।
হাতটি তুলে চুড়ি দু-গাছি
দেখায় যাকে তাকে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে
নোলক দোলে নাকে।
রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে
মুক্ত' আছে ফোলে',
মায়ের চুমোখানি যেন
মুক্ত' হয়ে দোলে!
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে
দুহাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে
ডাকে আয় আয়।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল
তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোত্থেকে এল
চাঁদের মত মেয়ে!

কচি প্রাণের হাসিখানি
চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি, আরো
বেশী ফুটে ওঠে।
এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ
কেমন ক'রে আছে,
তারাগুলি ফেলে বুঝি
নেমে আস্‌বে কাছে!
সুধা মুখের হাসিখানি
চুরি করে নিয়ে,
রাতারাতি পালিয়ে যাবে
মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তারে রাখ্‌ব ধ'রে
রাণীর পাশেতে।
হাসি রাশি বাঁধা রবে
হাসি রাশিতে।

ফুলের ঘা

বসন্ত বালক মুখ-ভরা হাসিটি,
বাতাস ব'য়ে ওড়ে চুল।
শীত চলে যায়, মারে তার গায়
মোটা মোটা ফোটা ফুল।
আঁচল ভ'রে গেছে, শত ফুলের মেলা,
গোলাপ ছুঁড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা,
শীত বলে "ভাই, এ কেমন খেলা!
যাবার বেলা হল, আসি!"
বসন্ত হাসিয়ে বসন ধ'রে টানে,
পাগল ক'রে দেয় কুহু কুহু গানে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের পরে হানে,
হাসির পরে হানে হাসি।
ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,
ফুলের পাপড়ি উড়ে করে যে বিহ্বল,
কুসুমিত শাখা, বন পথ ঢাকা,
ফুলের পরে পড়ে ফুল।

দক্ষিণে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,
উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শুভ্র কেশ,
কোন্ পথে যাবে না পায় উদ্দেশ,
হয়ে যায় দিক্‌ভুল!
বসন্ত বালক হেসেই কুটিকুটি,
টল্‌মল করে রাঙা চরণ দুটি,
গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটিছুটি,
বনে লুটোপুটি যায়।
নদী তালি দেয় শত হাত তুলি,
বলাবলি করে ডালপালাগুলি,
লতায় পাতায় হেসে কোলাকুলি
অঙ্গুলি তুলি চায়।
রঙ্গ দেখে হাসে মল্লিকা মালতী,
আশে পাশে হাসে কতই জাতিযুথি,
মুখে বসন দিয়ে হাসে লজ্জাবতী
বনফুল-বধু গুলি।
কত পাখী ডাকে, কত পাখী গায়,
কিচিমিচিকিচি কত উড়ে যায়,
এ-পাশে ও-পাশে মাথাটি হেলায়,
নাচে পুচ্ছখানি তুলি।

শীত চলে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
মনে মনে ভাবে, এ কেমন বিদায়!
হাসির জ্বালায় কাঁদিয়ে পালায়,
ফুলঘায় হার মানে।
শুক্‌নো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়,
উত্ত'রে বাতাস করে হায় হায়,
আপাদ মস্তক ঢেকে কুয়াষায়
শীত গেল কোন্‌খানে।

আকুল আহ্বান।

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
আয় মা ফিরে, আয় মা, ফিরে আয়!
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
মাগো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না!
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে, মা, মা কেউ বলে না!
সময় হ'ল বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড় খানি।
সাঁজের তারা সাঁজের গগনে—
কোথায় গেল, রাণী আমার রাণী!

(ওমা) রাত হ'ল, আঁধার করে আসে
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।

আমার ঘরে ঘুম নেইক শুধু—
শূন্য শেজ শূন্যপানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
(সেই) নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে!
শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে
(তবু) মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে!

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ ত তোরে দেখ্‌তে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জন প্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে,
চুপি চুপি আয় মা মায়ের কাছে!
এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়,
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া?

বিরহীর পত্র

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয় ;
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ, গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

তারায় তারায় সদা থাকে চোকে চোকে
অন্ধকারে অসীম গগনে।
ভয়ে ভয়ে অনিমেষে কম্পিত আলোকে
বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে।
চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি,
তরুহীন মরুময় ব্যোম,
মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী
চলে গ্রহ রবি তারা সোম।

নিমেষের অন্তরালে কি আছে কে জানে,
নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা—
অন্ধ কাল-তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে
বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই
জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
একটু এসেছে ঘুম—চমকি তাকাই
গেছে চলে কোথায় কাহারা!

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা
বিরহের সমুদ্রের তীরে।
অনন্তের মাঝখানে দুদণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহু এসে ঘিরে।
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে পড়ে' রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর!
গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী
শূন্য ঘেরি জগতের ভীড়,

তারি মাঝে যদি ভাঙ্গে, যদি যায় খসি
আমাদের দুদণ্ডের নীড়,—
কোথায় কে হারাইব—কোন্ রাত্রি বেলা
কে কোথায় হইব অতিথি !
তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি !

তাই মনে ক'রে কিরে চোকে জল আসে
একটুকু চোকের আড়ালে !
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভাল বাসে
সেও কি রবে না এক কালে !
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ দুঃখ মনের বিকার !
ভালবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার !

মঙ্গল গীতি।

(১)

এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা,
তুলিতেছে আকাশ সাগরে,—
দিন-দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা করে!
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি,
অরণ্য বহিছে ফুল ফল,—
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল!

শুধু কি মা হাসি-খেলা প্রতি দিন রাত,
দিবসের প্রত্যেক প্রহর!
প্রভাতের পরে আসি নূতন প্রভাত
লিখিছে কি একই অক্ষর!
কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়ে,
অলস নয়ন নিমীলন,
দণ্ড-দুই ধরণীর ধূলিতে লুটায়ে
ধূলি হয়ে ধূলিতে শয়ন!

নাই কি, মা, মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা!
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা!
হৃদয়েতে শুষ্ক কি, মা, উৎস করুণার,
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন!
জগৎ শুধু কি মাগো তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম-আসন!

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোট ছোট কথা!
পরের হৃদয় নিয়ে করে টানাটানি
শকুনির মত নির্ম্মমতা!
শুনো না করিছে কারা কথা-কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে!

তুমি এস দূরে এস, পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।

সযতনে ঝেড়ে ফেল বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি !
নিমেষের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র রেণু জাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে !

আছে, মা, তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
হৃদয়েতে উষার আভাষ,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন,
চারিদিকে মর্ত্ত্যের প্রবাস।
আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি,
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র শত ছলে,
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি !

কেন, মা, তোমারে কেহ চাহে না জানাতে
মানবের উচ্চ কুলশীল,
অনন্ত জগত ব্যাপী ঈশ্বরের সাথে
তোমার যে সুগভীর মিল !

কেন কেহ দেখায় না, চরিদিকে তব
ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার!
ঘেরি তোরে, ভোগ-সুখ ঢালি নব নব
গৃহ বলি রচে কারাগার।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি,
চেয়ে দেখ আকাশের পানে,
পড়ুক বিমল-বিভা, পূর্ণ রূপরাশি
স্বর্গমুখী কমল-নয়নে!
আনন্দে ফুটিয়া ওঠ শুভ্র সূর্য্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মত,
দাঁড়াও সায়াহ্ন মাঝে পবিত্র-হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত!

শোন শোন উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল।
বিশ্ব চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল!
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উ ঠেছে সঙ্গীত কোলাহল,

ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল্ !

যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,
শিরে ধরি সত্যের আদেশ !
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক !

জেনো মা এ সুখে-দুঃখে-আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরোনা কোরোনা অবিশ্বাস !
সুখ বলে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কি যে চাই জানি না আপনি,
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি !

ক্ষুদ্র সুখ ভেঙ্গে যায় না সহে নিঃশ্বাস,
ভাঙ্গে বালুকার খেলাঘর,
ভেঙ্গে গিয়ে বলে দেয়, এ নহে আবাস,
জীবনের এ নহে নির্ভর!
সকলে শিশুর মত কত আবদার
আনিছে তাঁহার সন্নিধান,
পূর্ণ যদি নাহি হল, অমনি তাহার
ঈশ্বরে করিছে অপমান!

কিছুই চাবনা মাগো আপনার তরে,
পেয়েছি যা' শুধিব সে ঋণ,
পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয় ভিতরে,
ঢালিয়া তা' দিব নিশিদিন!
সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
নিশিদিসি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান!

মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মত
ভোগ সুখে জীর্ণ হয়ে থাকা,

ঝুলে থাকা বাদুড়ের মত শির নত
আঁকড়িয়া সংসারের শাখা,
জগতের হিসাবেতে শূন্য হয়ে হায়
আপনারে আপনি ভক্ষণ,
ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিম্বপ্রায়
এই কিরে সুখের লক্ষণ!

এই অহিফেন-সুখ কে চায় ইহাকে
মানবত্ব এ নয় নয়!
রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে রাখে
মানবের মানব-হৃদয়!
মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা!
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

চির দিবসের সুখ রয়েছে গোপন
আপনার আত্মার মাঝার।
চারি দিকে সুখ খুঁজে শ্রান্ত প্রাণ মন,
হেথা আছে, কোথা নেই আর!

বাহিরের সুখ সে, সুখের মরীচিকা,
বাহিরেতে নিয়ে যায় ছলে,
যখন মিলায়ে যায় মায়া কুহেলিকা,
কেন কাঁদি সুখ নেই বলে !

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তি-নিকেতনে
চিরজ্যোতি চির ছায়াময় !
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত নিলয়ে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্য-জ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসি খানি,
অন্নপূর্ণা জননী সমান,
মহা সুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি
কর সবে সুখ শান্তিদান।

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা ;
মানবেরে জ্যোতি দাও, কর আশীর্ব্বাদ,
অকলঙ্ক মূর্ত্তি মধুরিমা !
কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,

দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে।

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে
কিছুতে মা বলিতে না পারি,
স্নেহ মুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্ব্বাদ কর মা গ্রহণ।

বান্দোরা।

(২)

চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা!
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা!
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন;
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন!
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সে দিকে হেরিবে সবে পথ!

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ !
একটি আলোক শিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এস মা ঊষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার আঁধারে।
জাগাও জাগ্রত-হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে !

চারিদিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণ পরাণ !
শানিত ছুরীর মত বিঁধাইয়া বাণী,
হৃদয়ের রক্ত করে পান !
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,
শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া বিফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ !

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোক,

পড়ুক দু ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক!
ব্যথিত, করুক স্নান তোমার নয়নে,
করুণার অমৃত নির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
দয়া হবে মানবের পরে!

সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উড়িয়া
দুই চারি পলকের পর!
তোমার সৌন্দর্য্যে হোক্ মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভাল!

বান্দোরা

(৩)

আমার এ গান, মাগো, শুধু কি নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে ?
আমার প্রাণের কথা
নিদ্রাহীন ব্যাকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মত যাবে কি মা ভেসে !

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের পরে নাম ধ'রে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে
চেয়ে থাকে তোর মুখে,
চির আশীর্ব্বাদ সম কাছে কাছে থাকে !

বিজনে সঙ্গীর মত করে যেন বাস !
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ।
পড়িয়া সংসার ঘোরে
কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ করে নেয় যেন দুখের নিঃশ্বাস !

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্ব্বল পরাণে,
এ গান আপন সুরে
মন তোর রাখে পূরে,
ইষ্টমন্ত্র সম সদা বাজে তোর কানে!

আমার এ গান যদি সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয় তোমার ভূষণ!
পৃথিবীর ধূলিজাল
ক'রে দেয় অন্তরাল,
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন!

আমার এ গান যদি নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হ'য়ে এলাইয়া ডানা
সৌরভের মত তোরে
নিয়ে যায় চুরি কোরে,
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা!

এ গান যদিরে হয় তোর ধ্রুব তারা,
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা!

তোমার মুখের পরে
জেগে থাকে স্নেহভরে
অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা !

আমার এ গান যদি পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরাণে !
তপ্ত শোণিতেব মত
বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে !

এ গান বাঁচিয়া থাকে যদি তোর মাঝে।
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে !
এ যেনরে করে দান
সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে !

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ আঁখি।
যবে হায় সব গান
হয়ে যাবে অবসান,
এ গানের মাঝে আমি যদি বেঁচে থাকি !

পাখীর পালক।

খেলাধূলো সব রহিল পড়িয়া
ছুটে চলে আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্,
কি এনেছি দেখ্ চেয়ে !"
আঁখির পাতায় হাসি চমকায়,
ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি,
হয়ে যায় ভুল বাঁধেনাকো চুল,
খুলে পড়ে কেশ রাশি !
দুটি হাত তার ঘিরিয়া ঘিরিয়া
রাঙা চুড়ি কয়-গাছি,
করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তারা
কেঁপে ওঠে তারা নাচি।
মায়ের গলায় বাহু দুটি বেঁধে
কোলে এসে বসে মেয়ে।
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্
কি এনেছি দেখ্ চেয়ে !

সোনালি রঙের পাখীর পালক
ধোয়া সে সোনার স্রোতে,
খসে এল যেন তরুণ আলোক
অরুণের পাখা হতে;
নয়ন-ঢুলানো কোমল পরশ
ঘুমের পরশ যথা,
মাথা যেন তায় মেঘের কাহিনী
নীল আকাশের কথা!
ছোট খাট নীড়, শাবকের ভীড়
কতমত কলরব,
প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা
মনে পড়ে যেন সব।
লয়ে সে পালক কপোলে বুলায়,
আঁখিতে বুলায় মেয়ে,
বলে হেসে হেসে "ওমা দেখ্ দেখ্
কি এনেছি দেখ্ চেয়ে।"
মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে
"কিবা জিনিষের ছিরি?"
ভূমিতে ফেলিয়া যাইল চলিয়া
আর না চাহিল ফিরি?

মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল
মাটিতে রহিল বসি।
শূন্য হতে যেন পাখীর পালক
ভূতলে পড়িল খসি!
খেলাধূলো তার হলো নাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার,
আপনি খেলিত আপনি তুলিত
দেখাত না কা'রে আর!

আশীর্ব্বাদ

ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণ গুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

ছোট ছোট হাসি মুখ
জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে
নবীন নয়ন তুলি
কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারিধারে।
সোনার রবির আলো
কত তার লাগে ভালো,
ভাল লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি,
ধূলিরে জানে না ধূলি,
সবই তার আপনার ধন।

কোলে তুলে লও এরে,
এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,
বুকের মাঝারে নিয়ে
পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

তোমার কোলের কাছে
কত সাধে আসিয়াছে,
তোমা- পরে কতনা বিশ্বাস
ওই কোল হতে খ'সে
এ যেন গো পথে ব'সে
একদিন না ফেলে নিশ্বাস :
নতুন প্রবাসে এসে
সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে,
এত শত লোক আছে
এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।

যেথা তুমি লয়ে যাবে
কথাটি না ক'য়ে যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি—দেখো দেখো
এ বিশ্বাস রেখো রেখো
পাথারে দিওনা বিসর্জ্জন।

ক্ষুদ্র এ মাথার পর
রাখ গো করুণা-কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা
এ ঘোর সংসার মাঝে
এসেছে কঠিন কাজে,
আসেনি করিতে শুধু খেলা।
দেখে মুখ শতদল
চোখে মোর আসে জল,
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি,
পাছে সুকুমার প্রাণ
ছিঁড়ে হয় খান্ খান্,
জীবনের পারাবারে যুঝি!

এই হাসিমুখগুলি
হাসি পাছে যায় ভুলি!
  পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ!
উহাদের কাছে ডেকে
বুকে রেখে, কোলে রেখে
  তোমরা কর গো আশীর্ব্বাদ।
বল, "সুখে যাও চোলে
ভবের তরঙ্গ দ'লে,
  স্বর্গ হতে আসুক্ বাতাস,—
সুখ দুঃখ কোরো হেলা
সে কেবল ঢেউ-খেলা.
  নাচিবে তোদের চারিপাশ।"

মরণরে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।

পূরবী।

মরণরে,

তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান!

মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,

রক্ত কমল কর, রক্ত অধর পুট,

তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,

মৃত্যু অমৃত করে দান।

তুহুঁ মম শ্যাম সমান।

মরণরে,

শ্যাম তোঁহারই নাম,

চির বিসরল সব্, নিরদয় মাধব

তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম!

আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,

ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,

তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,

তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,

মরণ তু আওরে আও।

ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি,
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশি বজাওসি,
অনুখণ ডাকসি, অনুখণ ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাট পর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা!
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব.
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,

একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মূরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানু সিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, প্রিয় স মরণসে
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি!"

সজনি সজনি রাধিকালো।

মাঝ।

সজনি সজনি রাধিকালো

দেখ অবহুঁ চাহিয়া,

মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে

মৃদুল গান গাহিয়া।

পিনহ ঝটিত কুসুম হার,

পিনহ নীল আঙিয়া।

সুন্দরি সিন্দূর দেকে

সীঁথি করহ রাঙিয়া।

সহচরি সব নাচ নাচ

মধুর গীত গাওরে,

চঞ্চল মঞ্জীর রাব

কুঞ্জ গগন ছাওরে।

সজনি অব উজার মঁদির

কনক দীপ জ্বালিয়া,

সুরভি করহ কুঞ্জ ভবন
 গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চামেলি বেলি
 কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূঁথি, গাঁথ জাতি,
 গাঁথ বকুল মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
 কুঞ্জ-পথম চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে,
 মৃদুল গান গাহিয়া।

শুনলো শুনলো বালিকা।

ভৈরবী।

শুনলো শুনলো বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম মঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরী,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে।
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,

বালি (১) হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;

কুঞ্জপানে হেরিয়া,

অশ্রুবারি ডারিয়া

ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে!

(১) বালি—বালিকা।

বাজাও রে মোহন বাঁশী

মূলতান।

বাজাওরে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক বিরহ দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝ (১) মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিখলিরে কান?
হানে থির থির, মরম অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধস ধস করতহ উরহ বিয়াকুল
ঢুলু ঢুলু অবশ-নয়ান।
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয় (২)
অধীর করয় পরাণ!
কত শত আশা পূরল না বঁধু
কত সুখ করল পয়ান।

(১) রিঝ—হৃদয়। (২) সোঁয়ারয়—স্মরণ করাইয়া দেয়।

পহুগো (৩) কত শত পিরীত-যাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু, যমুনা বারিম
ডারিব দগধ পরাণ।
সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ!
হৃদয়-জুড়াওন বদন-চন্দ্র তব
হেরব জীবন শেষ।
সাধ যায় ইহ চাঁদম কিরণে,
কুসুমিত কুঞ্জ বিতানে,
বসন্ত বায়ে, প্রাণ মিশায়ব.
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

---

(৩) পহুগো—প্রভু।

বঁধুয়া হিয়া পর আওরে

ভৈরবী।

বঁধুয়া হিয়া পর আওরে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ পর চাওরে!
যুগ যুগ সম কত দিবস বহয়ি গল,
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ-উজর মধু-মধুর কুঞ্জপর
মুরলি বজাওলি না!
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাসরে,
লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ!
শূন্য বৃন্দাবন, শূন্য হৃদয় মন,
কঁহি ছিল ও মুখ চন্দ?
ইথি (১) ছিল আকুল গোপ নয়ন জল,
কথি (২) ছিল ও তব হাসি?
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,

কথি ছিল ও তব বাঁশি!
আওলি যদিরে ঠারলি কাহে,
সরমে মলিন বয়ান!
আপন দুখ কথা কছু নহি বোলব,
নিয়ড় (৩) আও তুঁহু কান!
তুঝ মুখ চাহয়ি শত-যুগ-ভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
এক হাসি তুঝ দূর করল বে
সকল মান অভিমান!
ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে
প্রেমক নাহিক ওর (৪)।
হরখে পুলকিত জগত চরাচর
দুঁহুঁক প্রেমরস ভোর।

(১) ইথি—এখানে। (২) কথি—কোথায়।
(৩) নিয়ড়—নিকট। (৪) ওর—সীমা।

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে।

ঝিঁঝিট

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আও লো।
পিনহ চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার
বিমল রজত ভাতিরে॥
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,

ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে
দেখলো সখি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে।

আজু সখি মুহু মুহু।

মিশ্র বেহাগ।

আজু সখি মুহু মুহু,
কুহরে পিক কুহুকুহু,
কুঞ্জ বনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মুরছি জনু যায়!
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনি,
শিথিল ভয়ি লাজ।
বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর

শিহরে তনু জরজর
কুসুম-বন মাঝ!
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নাহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়!
আধ-ফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়!
অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ু পায়!
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি যায়!

শাঙন গগনে।

মল্লার।

সজনি গো!——

শাঙন (১) গগনে ঘোর ঘনঘটা

আঁধার যামিনীরে।

কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব

অবলা কামিনীরে।

উন্মদ পবনে যমুনা উথলত

ঘন ঘন গরজত মেহ (২)।

দমকত বিদ্যুত বজ্র নিনাদত,

থরহর কম্পত দেহ।

ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,

বরখত (৩) নীরদ পুঞ্জ।

১ শাঙন—শ্রাবন। ২ মেহ—মেঘ।
৩ বরখত—বর্ষিতেছে।

ঘোর তমস [illegible]রু তাল তমালে
নিবিড় তিমিরঘন কুঞ্জ।
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোর-ক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব
কহে ভানু তব দাস।

কো তুঁহু!

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ-নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয়-কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

বাঁশরি-ধ্বনি তুহ অমিয়-গরলরে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
আকুল-কাকলি ভুবন ভরলরে,
উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমর সম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল যুগ ছোঁয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

গোপবধূজন বিকশিত যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ,
পলকে' প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি, তব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু ।

কো তুঁহু বোলবি মোয় !

হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয় ।
কো তুঁহু বোলবি মোয় !

কো তুঁহু কোঁ তুঁহু সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়ন জল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি,
জনম চরণপর গোয় ।
কো তুঁহু বোলবি মোয় ।

হৃদয়ের ভাষা।

হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত,
আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায়।
প্রত্যহ আকুল কণ্ঠে গাহিতেছি কত,
ভগ্ন বাঁশরীতে শ্বাস করে হায় হায়!
সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে।
আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের পরে।
ধ্বনিছে সন্ধ্যার মাঝে কার শান্ত বাণী,
ও কিরে আমারি গান? ভাবিতেছি তাই
প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি,
সে কথা কেমন করে জেনেছে সবাই!
মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারিনে তাহা আমি শুধু হায়!

ছোট ফুল।

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোট ছোট ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হোক্, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অন্তরের কূলে!
যারা থাকে অন্ধকারে, পাষাণ কারায়,
আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,
নিমেষের তরে তারা যদি সুখ পায়,
নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে!
ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা,—গভীর আশ্বাস—
মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ!

যৌবন স্বপ্ন।

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়া'য়ে নিশ্বাস!
বসন্তের কুসুম কাননে গোলাপের আঁখি কেন নত?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হ'য়ে এসে মরমের সরমে বিব্রত!
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ
সচকিত স্বপনের মত জাগরণে পলায় সলাজে!
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ!
শত নূপুরের রুণুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে!
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল মুকুলে;
কে আমারে করেছে পাগল— শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্ব্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে!

ক্ষণিক মিলন।

আকাশের দুইদিক হ'তে ।　　দুই খানি মেঘ এল ভেসে,
দুই খানি দিশাহারা মেঘ—　　কে জানে এসেছে কোথা হ'তে !
সহসা থামিল থমকিয়া,　　আকাশের মাঝখানে এসে ।
দোঁহাপানে চাহিল দুজনে　　চতুর্থীর চাঁদের আলোতে ।
ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে　　দুই অচেনার চেনা-শোনা,
মনে পড়ে কোন্ ছায়া-দ্বীপে,　　কোন্ কুহেলিকা-ঘেরা দেশে,
কোন্ সন্ধ্যা-সাগরের কূলে　　দুজনের ছিল আনাগোনা !
মেলে দোঁহে তবুও মেলে না　　তিলেক বিরহ রহে মাঝে,
চেনা ব'লে মিলিবারে চায়,　　অচেনা বলিয়া মরে লাজে ।
মিলনের বাসনার মাঝে　　আধখানি চাঁদের বিকাশ,—
দুটা চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি　　মাঝে যেন সরমের হাস,
দুখানি অলস আঁখি-পাতা,　　মাঝে সুখ-স্বপন আভাস !
দোঁহার পরশ ল'য়ে দোঁহে　　ভেসে গেল, কহিল না কথা,
বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনী,　　ল'য়ে গেল উষার বারতা !

গীতোচ্ছ্বাস।

নীরব বাঁশরী খানি বেজেছে আবার!
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্ত কানন মাঝে বসন্ত সমীরে।
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত!
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসি গুলি ফুটে শত শত!
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হ'য়ে পল্লবের মত!
জগত কমল বনে কমল-আসনা
কত দিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে!
সে এলনা এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হ'য়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল—কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর?

চুম্বন।

(১)

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল ;
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কি যেন বাঁশীর ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে
সরমে মরিতে চায় অঞ্চল আড়ালে !
প্রেমের সঙ্গীত যেন বিকাশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে !
হেরগো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির !

চাচ্ছাস।

(২)

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহার-ভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর [illegible] স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু-রবি হেথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত-রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে
বিমল পবিত্র দুটী বিজন শিখরে।
চিরস্নেহ-উৎস-ধারে অমৃত নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর!
জাগে সদা সুখ-সুপ্ত ধরণীর পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেব শিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি।

চুম্বন ।

অধরের কাণে যেন অধরের ভাষা ;
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে ;
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটী ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সঙ্গমে ।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙ্গিয়া মিলিয়া যায় দুইটী অধরে ।
ব্যাকুল বাসনা দুটী চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা !
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা ।
দুখানি অধর হ'তে কুসুম চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন ।

বিবসনা !

ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল :
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ
সুর বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা !
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ
সর্ব্বাঙ্গে মলয় বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মত।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক্ বিমল উষা মানব ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

বাহু।

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহু লতা।
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেওনা যেওনা।
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা!
কোথা হ'তে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক অক্ষরে!
পরশে বহিয়া আনে মরম বারতা
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে
কণ্ঠ হ'তে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙ্গুলে ধরি তুলি দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে!
লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়োনা ছিঁড়োনা দুটি বাহুর বন্ধন!

চরণ।

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়।
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ!
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শতলক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন!
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্য্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণ ছায়ায়!
যৌবন সঙ্গীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হেথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল,—
এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল।

হৃদয় আকাশ

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী.
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ!
দুখানি আঁখির পাতে কি রেখেছ ঢাকি
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ঐ গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমলা নীলিমা তার শান্ত সুকুমারী,
ঐ শূন্য মাঝে যদি নিয়ে যেতে পারি
আমার দুখানি পাখা কনক বরণ!
হৃদয় চাতক হ'য়ে চাবে অশ্রুবারি,
হৃদয় চকোর চাবে হাসির কিরণ!

অঞ্চলের বাতাস।

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ,
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।
অজানা হৃদয়-বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণ বাতাস,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।
কার প্রাণখানি হ'তে করি হায় হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ আভাষ!
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস!
ওগো কে জানাতে চাহে মরম বারতা!
দিয়ে গেল সর্ব্বাঙ্গের আকুল নিঃশ্বাস,
বলে গেল সর্ব্বাঙ্গের কাণে কাণে কথা!

দেহের মিলন।

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মূরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে!
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে!
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকান আছে দেহের সায়রে
চির দিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

তনু।

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী
শিশিরেতে টলমল ঢল ঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগত আকুল
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
মুখে পড়ে মোহ ভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়,
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিঃশ্বাস
তনু-ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়!
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা!

স্মৃতি।

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি!
সহস্র হারান' সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি!
যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক;
কত নব জগতের কুসুম কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক;
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি দেখা দিল আজ!
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশি দিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন!

হৃদয়-আসন।

কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কিরে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়!
সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়,
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়!
কতনা মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিঃশ্বাস বায়ু বসন্ত সন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রু কণা!
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে!

কল্পনার সাথী।

যখন কুসুম বনে ফির একাকিনী,
ধরায় লুটায়ে পড়ে পূর্ণিমা যামিনী,
দক্ষিণে বাতাসে আর তটিনীর গানে
শোন যবে আপনার প্রাণের কাহিনী ;—
যখন শিউলি ফুলে কোলখানি ভরি,
দুটি পা ছড়িয়ে দিয়ে আনত বয়ানে
ফুলের মতন দুটি অঙ্গুলিতে ধরি
মালা গাথ' সন্ধেবেলা গুন্‌গুন্‌ তানে ;—
মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে বসে,
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ,
কখন্‌ আঁচল খানি পড়ে যায় খ'সে,
কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখন্‌ অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে,
তখন আমি কি সখি থাকি তব সাথে !

হাসি

সুদূর প্রবাসে আজি কেনরে কি জানি
কেবলি পড়িছে মনে তার হাসিখানি।
কখন্ নামিয়া গেল সন্ধ্যার তপন,
কখন্ থামিয়া গেল সাগরের বাণী!
কোথায় ধরার ধারে বিরহ-বিজন
একটি মাধবী লতা আপন ছায়াতে
দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন!
সারারাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া!
সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া!
তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন!

চিত্রপটে নিদ্রিতা রমণীর চিত্র

মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ আঁধার
চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়!
এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটি রেখে রমণী ঘুমায়!
চারিদিকে পৃথিবীতে চির জাগরণ
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে!
কোথা হ'তে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
চিরদিন রেখে গেছে ওরি কাণে কাণে!
ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
নীরব ঝর্ঝর গানে পড়িছে ঝরিয়া।
চিরদিন কাননের নীরব মর্ম্মর।
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে,
যেমনি ভাঙ্গিবে ঘুম মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে!

কল্পনা-মধুপ।

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুণ্ গুণ্ গান,
লালসে অলস-পাখা অলির মতন!
বিকল হৃদয় লয়ে পাগল পরাণ
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ!
বেলা ব'হে যায় চলে—শ্রান্ত দিনমান
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন,
মূরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরীর তান,
সেঁউতি শিথিল-বৃন্ত মুদিছে নয়ন।
কুসুম দলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
সেথা ব'সে করি আমি ফুল মধু পান;
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান,
রেণুমাথা পাথা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী!

পূর্ণ মিলন।

নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন!
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে,
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হ'রে
অনন্তকালের মোর জীবন মরণ!
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোকে লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি মগ্ন প্রাণে,
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর!
এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!

শ্রান্তি।

সুখশ্রমে আমি সখি শ্রান্ত অতিশয়;
পড়েছে শিথিল হ'য়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুম শয়ন,
কুসুম রেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে!
যেন কোন অস্তাচলে সন্ধ্যা-স্বপ্নময়
রবির ছবির মত যেতেছি গড়ায়ে;
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিল-নিলয়।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাসরুদ্ধ হয়,
পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়;
কেমনে ভাঙ্গিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই।

বন্দী।

দা ও খুলে দাও সখি ওই বাহু পাশ!
চুম্বন মদিরা আর করায়োনা পান!
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ!
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ!
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক্ অবসান!
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ!
আকুল অঙ্গুলি গুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্ব্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্য পানে দেখি মুখ তুলি
শুধু অবিশ্রাম-হাসি একখানি চাঁদ!
স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধনা আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়!

কেন ?

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধু হাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া!
কেন তনু বাহু ডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ, দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে.
হায় যদি এত লাজ কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে!
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া!
মানব হৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্ম্মভেদী খেলা!

মোহ।

এ মোহ ক দিন থাকে, এ মায়া মিলায়!
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির-আঁখিতে!
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখীতে!
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বন-তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলক ভরে, যৌবন কাতর!
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চির পিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণ-পরিপূর্ণ মরণ অনল,
মনে প'ড়ে হাসি আসে? চোখে আসে জল?

পবিত্র প্রেম।

ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা ও'রে, দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে!
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিঃশ্বাস তব গরল বরষে!
জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধূলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর!
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার!
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুব তারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়;
সাধ করে কে আজিরে হবে পথহারা!
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়!
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেলে শ্বাস,
যারে ভালবাস' তারে করিছ বিনাশ!

পবিত্র জীবন।

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা!
চেয়ে দেখ, পবিত্র এ মানব জীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা!
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচর স্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্‌খান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্‌ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে!
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী,
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি!
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি!

মরীচিকা।

এস, ছেড়ে এস, সখি, কুসুম শয়ন!
বাজুক্ কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন!
দেখ ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রু জলে!
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ শিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।
চল গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার সংশয় রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখ-রৌদ্র-মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ!

গান রচনা।

এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা!
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জ্জন;
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লব পাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে!
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে!
কারে যেন দেব' ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে!
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে?
ভুলে ভুলে গান গাই—কে শোনে, কে নাই শোনে,
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে!

সন্ধ্যার বিদায়।

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে,
যেতে যেতে কনক আঁচল বেধে যায় বকুল-কাননে.
চরণের পরশ-রাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে;
নীরবে-বিদায়-চাওয়া-চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লান-বধূ যায় বিষাদের বাসর শয়নে।
সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে চেয়ে থাকে আকুল-নয়নে।
যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি কেনরে কাঁদেনা কণ্ঠ তুলে,
বিস্ফারিত হৃদয় বহিয়া চলে যায় আপনার মনে।
মাঝে মাঝে ঝাউবন হতে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ধরা।
সপ্ত ঋষি দাঁড়াইল আসি নন্দনের সুরতরু-মূলে,
চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে ভুলে যায় আশীর্ব্বাদ করা।
নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে।
কেহ আর কহিল না কথা, একটিও বহিল না শ্বাস;
আপনার সমাধি মাঝারে নিরাশা নীরবে করে বাস।

রাত্রি।

জগতেরে জড়াইয়া শতপাকে যামিনী-নাগিনী,
আকাশ পাতাল জুড়ি ছিল প'ড়ে নিদ্রায় মগনা,
আপনাব হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটি মিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা!
ঊষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইলা ললিত রাগিণী
রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি,
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাকি কোথা যায় ভাগি!
পশ্চিম সাগর তলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর,
সেথায় ঘুমাবে ব'লে ডুবিতেছে বাসুকি-ভগিনী,
মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা;
শিয়রেতে সারাদিন জেগে রবে বিপুল সাগর,
নিভৃতে, স্তিমিত দীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা।

মানব-হৃদয়ের বাসনা।

নিশীথে রয়েছি জেগে; দেখি অনিমিখে,
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
কত দিক হ'তে তারা ধায় কত দিকে।
কত না অদৃশ্য-কায়া ছায়া-আলিঙ্গন
বিশ্বময় কারে চাহে করে হায় হায়!
কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশান শয়ন
অন্ধকারে হের শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখী হ'য়ে কার পানে ধায়!
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়!
উদ্দেশে ঝরিছে কত অশ্রুবারি কণা
চরণ খুঁজিয়া তারা মরিবারে চায়!
কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক।
নিশীথিনী স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে অবাক!

সমুদ্র।

কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে !
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন !
অব্যক্ত অস্ফুটবাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন !
যুগযুগান্তর ধরি যোজন যোজন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস ;
অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জ্জন,
নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।
আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে,
জোয়ারে সাধিতে চায় আপন প্রলয়,
ভাঁটায় মিলাতে চায় আপনার নীরে !
অন্ধ প্রকৃতির হৃদে মৃত্তিকায় বাঁধা
সতত দুলিছে ওই অশ্রুর পাথার,
উন্মুখী বাসনা পায় পদে পদে বাধা,
কাঁদিয়া ভাসাতে চাহে জগৎ সংসার !

সাগরের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা
সাধ যায় ব্যক্ত করি মানব ভাষায়,
শান্ত করে দিই ওই চির ব্যাকুলতা,
সমুদ্র বায়ুর ওই চির হায় হায়!
একটি সঙ্গীতে মোর দিবস রজনী
ধ্বনিবে পৃথিবী-ঘেরা সঙ্গীতের ধ্বনি

অস্তমান রবি।

আজ কি তপন তুমি যাবে অস্তাচলে
না শুনে আমার মুখে একটিও গান!
দাঁড়াও গো, বিদায়ের দুটো কথা বলে
আজিকার দিন আমি করি অবসান!
থাম ওই সমুদ্রের প্রান্ত-রেখা পরে,
মুখে মোর রাখ তব একমাত্র আঁখি!
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তুমি চেয়ে থাক আর আমি চেয়ে থাকি
দুজনের আঁখি পরে সায়াহ্ন আঁধার
আঁখির পাতার মত আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমির-স্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া!
শেষ গান সাঙ্গ করে থেমে গেছে পাখী,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকী!

অস্তাচলের পরপারে।

(সন্ধ্যা সূর্য্যের প্রতি।)

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে
নূতন সাগর তীরে দিবসের পানে !
সায়াহ্নের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে।
সারারাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায় !
প্রভাত পাখীরা যবে উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায় !
গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রু জল কত,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নব প্রভাতের মাঝে শিশিরের মত !
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া !

প্রত্যাশা ।

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে !
আমি কি দিইনি ফাঁকি কত জনে হায়,
রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে !
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে !
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ
অমনি কেনরে বসি কাতরে কাঁদিতে !
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহিনাক আর,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা !
মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
"পাইনি" "পাইনি" বলে আর কাঁদিব না !
তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি !
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি !

স্বপ্নরুদ্ধ।

পারি না করিতে আমি সংসারের কাজ,
লোক মাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে !
ভাসায়ে জীবন তরী সাগরের মাঝ
তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে !
পুরুষের মত যত মানবের সাথে
যোগ দিতে পারিনাক লয়ে নিজ বল,
সহস্র সঙ্কল্প শুধু ভরা দুই হাতে
বিফলে শুকায় যেন লক্ষ্মণের ফল !
আমি গাঁথি আপনার চারিদিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন !
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি !
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

অক্ষমতা।

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা,
সলিল রয়েছে পড়ে শুধু দেহ নাই!
এ কেবল হৃদয়ের দুর্ব্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই চাই!
দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা,
মানব জীবন যেন সকলি নিষ্ফল,
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।
চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণ হুতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে:
মহত্ত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে!
কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়!
কোথা রে সাহস মোর অস্থি মজ্জাময়!

কবির অহঙ্কার

গান গাহি বলে কেন অহঙ্কার করা!
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না সরমে!
খাঁচার পাখীর মত গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি অন্ত মানব জনমে!
সুখ নাই—সুখ নাই—শুধু মর্ম্ম ব্যথা—
মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়,
কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা;
প্রাণে ম'রে গানে কিরে বেঁচে থাকা যায়!
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্ব্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে কর গো আহ্বান,
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রু জল,'
দূর করি হীন গর্ব্ব, শূন্য অভিমান!
তার পরে একসাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপ গান দূরে পরিহরি।

সিন্ধুতীরে।

হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি,
ধ্বনিত হতেছে চির-দিবসের বাণী।
চির দিবসের রবি ওঠে অস্ত যায়,
চির দিবসের কবি গাহিছে হেথায়!
ধরণীর চারিদিকে সীমাশূন্য গানে
সিন্ধু শত তটিনীরে করিছে আহ্বান,
হেথায় দেখিলে চেয়ে আপনার পানে
দুই চোখে জল আসে, কেঁদে ওঠে প্রাণ!
শত যুগ হেথা বসে মুখপানে চায়।
বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের সাড়া।
তীব্র বক্র ক্ষুদ্র হাসি পায় যদি ছাড়া
রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়!
সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া!

সত্য।

(১)

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে বলে ;
কে কি বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
কি হয় কি হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে !
"আলো" "আলো" খুঁজে মরি পরের নয়নে,
"আলো" "আলো" খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে.
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধূলির শয়নে
ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হতে !
বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙ্গ অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙ্গে যায় সেও তবু ভাল,
যে গৃহে জানালা নাই সে ত কারাগার,
ভেঙ্গে ফেল, আসিবেক স্বরগের আলো !
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি !
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি !

সত্য।

(২)

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশি
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীম সুন্দর।
সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি,
চির স্থির শুভ্র হাসি, প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়,
আপন মহিমা হেরি আপনি হরষি
চরাচর শির তুলি তোমা পানে চায়!
আমার হৃদয় দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুব তারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখ ঝুলাইয়া।
চিরদিন জেগে রবে, নিবিবে না আর,
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার!

আত্মাভিমান।

আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জ্জর
আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই;
সকলের কাছে কেন যাচিগো নির্ভর,
গৃহ নাই, গৃহ নাই, মোর গৃহ নাই।
অতি তীক্ষ্ণ অতি ক্ষুদ্র আত্ম-অভিমান
সহিতে পারে না হায় তিল অসম্মান।
আগে ভাগে সকলের পায়ে ফুটে যায়
ক্ষুদ্র ব'লে পাছে কেহ জানিতে না পায়।
বরঞ্চ আঁধারে রব ধূলায় মলিন
চাহিনা চাহিনা এই দীন অহঙ্কার—
আপন দারিদ্র্যে আমি রহিব বিলীন
বেড়াবনা চেয়ে চেয়ে প্রসাদ সবার!
আপনার মাঝে যদি শান্তি পায় মন
বিনীত ধূলার শয্যা সুখের শয়ন।

আত্ম অপমান।

মোছ তব অশ্রুজল, চাও হাসি মুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে !
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলেরে ডেকে লও প্রসন্ন পরাণে !
কেহ ভাল বাসে কেহ নাহি ভাল বাসে,
কেহ দূরে যায় কেহ কাছে চলে আসে,
আপনার মাঝে গৃহ পেতে চাও যদি
আপনারে ভুলে তবে থাক নিরবধি।
ধনীর সন্তান আমি, নহি গো ভিখারী,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভাণ্ডার,
আমি ইচ্ছা করি যদি বিলাইতে পারি
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি মাগি অন্নপান
কেন আমি করি তবে আত্ম অপমান !

ক্ষুদ্র আমি

বুঝেছি বুঝেছি সখা কেন হাহাকার,
আপনার 'পরে মোর কেন সদা রোষ।
বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার,
আমি আছি তুমি নাই তাই অসন্তোষ।
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি—
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণ বাহু আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমার হায় অস্থিচর্ম্ম সার!
কোথা নাথ কোথা তব সুন্দর বদন,
কোথায় তোমার নাথ বিশ্ব-ঘেরা হাসি।
আমারে কাড়িয়া লও, করগো গোপন,
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী!
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড় অহঙ্কার,
ভাঙ্গ নাথ ভাঙ্গ নাথ অভিমান তার।

প্রার্থনা।

তুমি কাছে নাই ব'লে হের সখা তাই
"আমি বড়" "আমি বড়" করিছে সবাই
সকলেই উঁচু হয়ে দাঁড়ায়ে সমুখে
বলিতেছে "এ জগতে আর কিছু নাই।"
নাথ তুমি একবার এস হাসি মুখে
এরা সবে ম্লান হয়ে লুকাক্ লজ্জায়-
সুখ দুঃখ টুটে যাক্ তব মহা সুখে,
যাক্ আলো অন্ধকার তোমার প্রভায়।
নহিলে ডুবেছি আমি, মরেছি হেথায়,
নহিলে ঘুচেনা আর মর্ম্মের ক্রন্দন,
শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধা-পিপাসায়
প্রেম ব'লে পরিয়াছি মরণ বন্ধন!
কভু পড়ি কভু উঠি, হাসি আর কাঁদি—
খেলা ঘর ভেঙ্গে প'ড়ে রচিবে সমাধি।

বাসনার ফাঁদ।

যারে চাই, তার কাছে আমি দিই ধরা,
সে আমার না হইতে আমি হই তার!
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার!
নিরখিয়া দ্বার মুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি,
নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা ভার,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি!
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই,
পথের সম্বল বলে জমাইয়া রাখি,
আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই,
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি!
বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে-ডোবে তরী,
ফেলিতে সরে না মন উপায় কি করি!

চিরদিন।

(১)

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য্য তারা,
কেবা আসে কেবা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
কেবা হাসে কেবা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা !
কোথা খ'সে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কাল বায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে !
এত ভাঙ্গা, এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কেবা—কোথা সিন্ধু—কোথা ঊর্ম্মি—কোথা তার বেলা ;—
গভীর অসীম গর্ভে নির্ব্বাসিত নির্ব্বাপিত সব !
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশ-গম্বুজে শুধু বসে আছে এক "চির-দিন"।

(২)

কি লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি ?
প্রলয়ের পর-পারে নেহারিছ কার আগমন ?
কার দূরে পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ ?
চির-বিরহীর মত চির-রাত্রি রহিয়াছ জাগি ?
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিঃশ্বাস,
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়-বাতাস
জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি।
অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখীদের স্বর
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর,
হাসি, কাঁদি, ভালবাসি, নাই তব হাসি, কান্না, মা
আসি থাকি চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া !

(৩)

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে, থাকে, আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই ?
যুগ যুগান্তর ধ'রে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই ?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায় ?
এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা-উপহার ?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায় !
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে ?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারি ধার ?
যুগ যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে ?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশি শুনে চলিয়াছে, সে কি হায়, বৃথা অভিসার !
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

(৪)

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ ;
জগৎ আপনা দিয়ে, খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ ;
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতি দিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীন হীন,
অসীমে জগতে এ কি পিরীতির আদান প্রদান!
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথারে
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে,—কোথা সেই অনন্ত জীবন।
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে!

আহ্বান গীত।

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কইরে বাঙ্গালী কই!
সুগভীর স্বর কাঁদিয়া বেড়ায়
বঙ্গসাগরের তীরে,
"বাঙ্গালীর ঘরে কে আছিস আয়"
ডাকিতেছে ফিরে ফিরে!
ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো,
পথে কেন নাই লোক,
সারা দেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন,
বেঁচে আছে শুধু শোক!
গঙ্গা বহে শুধু আপনার মনে
চেয়ে থাকে হিমগিরি,
রবিশশি উঠে অনন্ত গগনে
আসে যায় ফিরি ফিরি!

কত না সঙ্কট, কত না সন্তাপ
মানব শিশুর তরে,
কত না বিবাদ কত না বিলাপ
মানব শিশুর ঘরে!
কত ভায়ে ভায়ে নাহি যে বিশ্বাস
কেহ কারে নাহি মানে,
ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিঃশ্বাস
হৃদয়ের মাঝখানে।
হৃদয়ে লুকানো হৃদয় বেদনা,
সংশয় আঁধারে যুঝে,
কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা
কে দিবে আলয় খুঁজে!
মিটাতে হইবে শোক তাপ ত্রাস,
করিতে হইবে রণ,
পৃথিবী হইতে উঠেছে উচ্ছ্বাস
শোন শোন সৈন্যগণ।
পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে,
বাতাস ছুটেছে তাই—
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের সন্ধানে
চলিয়াছে কত ভাই!

বঙ্গের কুটীরে এসেছে বারতা,
শুনেছে কি তাহা সবে?
জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা
জলদ-গম্ভীর রবে?
হৃদয় কি কারো উঠেছে উথলি?
আঁখি খুলেছে কি কেহ?
ভেঙ্গেছে কি কেহ সাধের পুতলি?
ছেড়েছে খেলার গেহ?
কেন কানাকানি কেনরে সংশয়?
কেন মর' ভয়ে লাজে?
খুলে ফেল দ্বার, ভেঙ্গে ফেল ভয়,
চল পৃথিবীর মাঝে।
ধরা-প্রান্তভাগে ধূলিতে লুটায়ে,
জড়িমা-জড়িত তনু,
আপনার মাঝে আপনি গুটায়ে,
ঘুমায় কীটের অণু!
চারিদিকে তার আপন উল্লাসে
জগৎ ধাইছে কাজে,
চারিদিকে তার অনন্ত আকাশে
স্বরগ সঙ্গীত বাজে!

চারিদিকে তার মানব মহিমা
উঠিছে গগণ পানে,
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা,
অসীমের মাঝখানে।
সে কিছুই তার করে না বিশ্বাস,
আপনারে জানে বড়,
আপনি গণিছে আপন নিঃশ্বাস,
ধূলা করিতেছে জড়!
সুখ দুঃখ লয়ে অনন্ত সংগ্রাম,
জগতের রঙ্গভূমি—
হেথায় কে চায় ভীরুর বিশ্রাম,
কেনগো ঘুমাও তুমি!
ডুবিছ ভাসিছ অশ্রুর হিল্লোলে,
শুনিতেছ হাহাকার—
তীর কোথা আছে দেখ মুখ তুলে,
এ সমুদ্র কর পার।
মহা কলরবে সেতু বাঁধে সবে,
তুমি এস, দাও যোগ—
বাধার মতন জড়াও চরণ—
একিরে করম ভোগ!

তা যদি না পার' সর' তবে সর'
ছেড়ে দেও তবে স্থান,
ধূলায় পড়িয়া মর' তবে মর'—
কেন এ বিলাপ গান!
ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার,
ভেবে দেখ্ তোরা কারা!
মানবের মত ধরিয়া আকার,
কেনরে কীটের পারা?
আছে ইতিহাস আছে কুলমান,
আছে মহত্বের খণি,
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান,
শোন্ তার প্রতিধ্বনি!
খুঁজেছেন তাঁরা চাহিয়া আকাশে
গ্রহতারকার পথ—
জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে
উড়াতেন মনোরথ।
চাতকের মত সত্যের লাগিয়া
তৃষিত আকুল প্রাণে,
দিবস রজনী ছিলেন জাগিয়া
চাহিয়া বিশ্বের পানে।

তবে কেন সবে বধিব হেথায়,
  কেন অচেতন প্রাণ,
বিফল উচ্ছ্বাসে কেন ফিরে যায়
  বিশ্বের আহ্বান গান।
মহত্বের গাথা পশিতেছে কানে,
  কেনরে বুঝিনে ভাষা?
তীর্থযাত্রী যত পথিকের গানে,
  কেনরে জাগে না আশা?
উন্নতির ধ্বজা উড়িছে বাতাসে,
  কেনরে নাচে না প্রাণ,
নবীন কিরণ ফুটেছে আকাশে
  কেনরে জাগে না গান?
কেন আছি শুয়ে, কেন আছি চেয়ে
  পড়ে আছি মুখোমুখি,
মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে,
  জগতের সুখে সুখী!
চল দিবালোকে, চল লোকালয়ে,
  চল জন কোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানব হৃদয়ে
  অসীম আকাশ তলে!

তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের পরে,
  নৃত্য গীত নব নব,
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠ স্বরে
  এক-কণ্ঠ হ'য়ে কব!
মানবের সুখ মানবের আশা
  বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষকোটি মানবের ভাষা
  ফুটিবে আমার গানে!
মানবের কাজে মানবের মাঝে
  আমরা পাইব ঠাঁই—
বঙ্গের দুয়ারে তাই শৃঙ্গা বাজে—
  শুনিতে পেয়েছি ভাই!
মুছে ফেল ধূলা, মুছ অশ্রুজল,
  ফেল ভিখারীর চীর—
পর' নব সাজ, ধর' নব বল,
  তোল' তোল' নত শির!
তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে
  জগতের নিমন্ত্রণ—
দীনহীন-বেশ ফেলে যেও পাছে—
  দাসত্বের আভরণ।

সভার মাঝারে দাঁড়াবে যখন
হাসিয়া চাহিবে ধীরে—
পূরব রবির হিরণ কিরণ
পড়িবে তোমার শিরে!
বাঁধন টুটিয়া উঠিবে ফুটিয়া
হৃদয়ের শতদল,
জগত মাঝারে যাইবে লুটিয়া
প্রভাতের পরিমল।
উঠ বঙ্গ কবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান!
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে,
ভাসিবে নয়ন জলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে
মায়ের চরণ তলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে,
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।

একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—
ঘুচে যায় অপমান!

শেষ কথা।

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়!
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়!
শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখীর মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান ম'রে গিয়ে, নূতন জীবনে
একটী কথায় চাহে হইতে বিলয়!
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে!